জিনেদিন জিদান

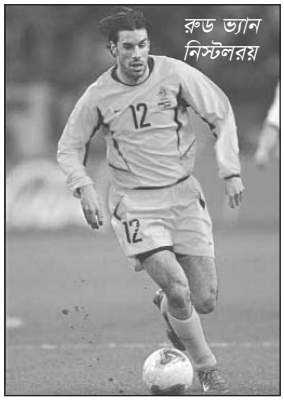
রুড ভ্যান নিস্টলরয়

গাইডলাইন
ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ

১২ জুন থেকে পর্তুগালে শুরু হচ্ছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। বিশ্বকাপের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফুটবলযজ্ঞ হিসেবে বোদ্ধারা যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা থাকলেই বিশ্বকাপের সমান মর্যাদা পেতো ইউরোর আসর। এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে ফেভারিটের তালিকায় রয়েছে ফ্রান্স, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস্, ইংল্যান্ড ও স্পেন। অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলের শক্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে... লিখেছেন নোমান মোহাম্মদ

পুল-এ

পর্তুগাল

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : সেমিফাইনাল, ১৯৮৪, ২০০০
তারকা : লুই ফিগো, রুই কস্তা, ফার্নান্দো কুটো
সম্ভাব্য তারকা : ডেকো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, পাওলো ফেরেইরা
কোচ : লুই ফিলিপ্পো স্কলারি

ব্রাজিল বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে মোট পাঁচবার। আর 'ইউরোপের ব্রাজিল' হয়ে পর্তুগাল এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপ তো দূরের কথা, মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ একবারও জিততে পারেনি। ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পরবর্তী ৩৮ বছর এবং সম্ভবত এবারের ইউরোর পরের ২০ বছরেও এরকম সুযোগ আর পাবে না পর্তুগাল। নিজ মাটিতে শিরোপা জয়ের জন্য লুই ফিগোরা তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

স্বাগতিক হওয়ায় পর্তুগালকে বাছাই পর্ব খেলতে হয়নি। ফলে তাদের রয়েছে ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললে কি আর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার পরিপক্বতা আসে? তবুও এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ব্রাজিল, জার্মানিকে হারিয়েছে তারা। তাই এবারের ইউরোতে পর্তুগালকে হালকাভাবে নেবার কোনো সুযোগ নেই।

ইউরোপে ব্রাজিলের কোচ একজন ব্রাজিলিয়ান। নাম লুই ফিলিপ্পো স্কলারি। অপ্রত্যাশিতভাবে গত বিশ্বকাপে ব্রাজিলের শিরোপা জয়ের নেপথ্য কারিগর। ক্যারিশম্যাটিক স্কলারির দিকে শিরোপার জন্য তাকিয়ে থাকবে পর্তুগিজরা। ৪-৫-১ ফর্মেশনেই তিনি দলকে খেলাবেন।

গোলরক্ষণে তরুণ রিকার্ডোর ওপরই স্কলারির আস্থা। অভিজ্ঞ ফার্নান্দো কুটো ও জর্জ আন্দ্রে খেলবেন সেন্ট্রাল ডিফেন্সে। বয়স বাড়লেও কুটো এখনো যথেষ্ট কার্যকর। আর জর্জ আন্দ্রে খেলায় রয়েছে ধারাবাহিকতা। রাইট ব্যাক পজিশনে পাওলো ফেরেরা ইউরোপসেরাদের একজন। লেফট ব্যাক রুই

লুই ফিগো

হাঙ্গেরি চিরকালই পুসকাসের দেশ। তিনি '৫৪তে হাঙ্গেরিকে বিশ্বকাপ এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পুসকাসের অবসরের পর শুরু হয় হাঙ্গেরিয়ান ফুটবলের ক্রমাবনতির ধারা। বর্তমানে বিশ্ব ফুটবলে তাদের অস্তিত্ব বিলীনপ্রায়।

একই কথা বলা হতো পর্তুগাল ও ইউসোবিও সম্পর্কেও। কিন্তু এখন আর বলা হয় না। কারণ লুই ফিগো। একজন পুসকাসকে এখনো খুঁজে মরছে হাঙ্গেরি। অথচ ফিগোর মধ্যে ইউসোবিওকে ঠিকই পেয়ে গেছে পর্তুগিজরা। সে কারণেই তারা স্বপ্ন দেখছে স্বদেশে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের।

হিদেকুটি, ককসিচরা ছিলেন। তবুও মূল খেলোয়াড় ঐ পুসকাস। রুই কস্তা, ডেকোরা থাকার পরও লুই ফিগোও তেমনি পর্তুগালের নিউক্লিয়াস। ২০০২ বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ঝেড়ে স্বদেশবাসীকে ইউরোর শিরোপা উপহার দিতে নিজের সর্বস্ব ঢেলে দেবেন ফিগো।

জর্জেরও রয়েছে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভান্ডার। কিছুটা রক্ষণাত্মক বলে স্কলারির দুর্নাম (!) রয়েছে। তবে এ স্টাইলে খেলিয়েই তিনি ব্রাজিলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন। সে কারণে পর্তুগাল দলেও সুদৃঢ় রক্ষণভাগের পাশাপাশি দু'জন অ্যাংকর মিডফিল্ডার খেলাবেন। পেটিট ও কোস্টিনহো খেলবেন এ জায়গায়। রাইট উইংয়ে ফিগো এবং লেফট্ উইংয়ে সিমাও সিব্রোসা তাদের নিখুঁত ক্রস করার ক্ষমতাকে কাজে লাগাবেন। প্লে-মেকার পজিশনে ডেকো দুর্দান্ত মৌসুম কাটালেও স্কলারির প্রথম পছন্দ রুই কস্তা। অভিজ্ঞ এই খেলোয়াড় তার শেষ ঝলক দেখানোর জন্য যদি ইউরো ২০০৪কে বেছে নেন, তাহলে বিপক্ষের জন্য সেটা ১০ নম্বর মহা বিপদসংকেতের মতোই ব্যাপার।

একমাত্র ফরোয়ার্ড হিসেবে ৫৬ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৯ গোল করা প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের স্ট্রাইকার পাউলেতা খেলবেন। বিকল্প হিসেবে রয়েছেন নুনো গোমেজ। দু'জনই পরীক্ষিত। স্কোরিং অ্যাবিলিটিও অসাধারণ। তাই গোল আসবেই।

পর্তুগালের আরেকটি ভরসা তাদের রিজার্ভ বেঞ্চ। নুনো গোমেজ, ডেকো কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো প্লেয়াররা অ্যাভারেজ দলের সাইড বেঞ্চে বসে থাকে না। এতেই বোঝা যায় পর্তুগিজ স্কোয়াডের গভীরত্ব।

২০০২-এর বিশ্বকাপে অনেক আশার বেলুন তারা চুপসে দিয়েছিলো প্রথম রাউন্ডেই। এবারের ইউরোর শুরুটা তাই তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্পেন, রাশিয়া ও গ্রিসের সমন্বয়ে গড়া পুল 'এ' থেকে তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা উচিত। সেটা করতে পারলে শিরোপা জেতার সম্ভাবনাও পর্তুগালের রয়েছে।

যতটা দূরত্বে। স্পেনের কোচ ইনাকি সায়েজ দলকে ৪-৪-২ ফর্মেশনে খেলাবেন। গোলবারের নিচে রিয়াল মাদ্রিদের ইগার ক্যাসিয়াস প্রথম পছন্দ। তার ইনজুরি বা অফ ফর্মে অভিজ্ঞ ক্যানিজারেজ দায়িত্ব নেবেন। দু'জনই বিশ্বমানের। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ইভান হেলগুয়েরার সম্ভাব্য পার্টনার কার্লোস মারচেনা। রাইট ব্যাক কার্লোস পুয়েল ও লেফ্ট ব্যাক রাউল ব্রাভো পরীক্ষিত। অবশ্য রিয়াল মাদিদ্রের মিশেল সালগাডো ইনজুরির কারণে দলে নেই। তিনি থাকলে ডিফেন্স আরেকটু স্থিতি পেত। বাছাইপর্বে গ্রুপ-৬তে ১৬ গোল দেবার পাশাপাশি হজম করেছে মাত্র ৪ গোল। এতেই বোঝা যায়, স্প্যানিশ ডিফেন্স কতোটা শক্তিশালী।

মিডফিল্ডের মূল খেলোয়াড় রুবেন বারাহা। ভ্যালেন্সিয়ার এ মৌসুমের সাফল্যে যার অবদান অনেক। তিনিই পুরো দলের খেলা পরিচালনা করবেন। প্লে-মেকার পজিশনের দাবিদার দু'জন- হুয়ান কার্লোস ভ্যালেরন ও জাভি আলনসো। দু'জনই অসাধারণ মৌসুম কাটিয়েছেন। রাইট মিডফিল্ডে ভিসেন্তে রডরিগুয়েজ 'অব্ভিয়াস চয়েজ'। এবারের স্প্যানিশ লীগের সেরা আবিষ্কার তিনি। অদম্য গতি ও নিখুঁত ক্রস করার ক্ষমতা রয়েছে তার। লেফট্ উইং জোয়াকিন সানচেজও একই ক্ষমতার অধিকারী। এ দু'জন অবিরাম ক্রস ফেলবেন বিপক্ষের গোলসীমায়।

রু বে ন বা রা হা

জন্ম : ১১-০৭-১৯৭৫
বর্তমান ক্লাব : ভ্যালেন্সিয়া
প্রাক্তন ক্লাব : রিয়াল ভ্যালেডোলিড, অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ
পজিশন : সেন্ট্রাল মিডফিল্ড

২০০২ বিশ্বকাপের আগে রুবেন বারাহাকে প্রায় কেউই চিনতো না। সবাই মাতামাতি করছিল রাউল, মেনডিয়েটাদের নিয়ে। কিন্তু বিশ্বকাপ শেষে সবাই স্বীকার করলো, স্পেনের খেলার মূল চালিকাশক্তি রুবেন বারাহা। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে ভ্যালেন্সিয়ার সাফল্যের মূল ভিত্তি কিন্তু বারাহাই।

আন্ডার এচিভার হিসেবে স্পেনের দুর্নাম হয়েছে। বড় আসরে কখনোই ভালো করতে পারে না তারা। সর্বশেষ ১৯৬৪-র ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল তারা। এবার জিততে হলে রুবেন বারাহাকে খেলতে হবে নিজেকে অতিক্রম করে।

তার সামনে খেলবেন রাউল, মরিয়েন্তেস, ভ্যালেরনের মতো অসাধারণ সব খেলোয়াড়। তবে এসব খেলোয়াড় তখনই অসাধারণ যখন তাদের খেলানো হয়। আর এই খেলানোর কাজটিই করবেন বারাহা।

সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে তিনিই স্পেন দলের প্রাণ। পুরো দলের খেলা পরিচালনা করতে হবে তাকে। সেটি সফলভাবে করতে পারলে স্পেনিয়ার্ডদের প্রতিবেশী দেশ থেকে শিরোপা নিয়ে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

স্পেন

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৬৪
তারকা : রাউল, মরিয়েন্তেস
সম্ভাব্য তারকা : ভিসেন্তে, রুবেন বারাহা
কোচ : ইনাকি সায়েজ

ক্লাব ফুটবল স্প্যানিশ লীগ এ মুহূর্তে বিশ্বসেরা। কিন্তু স্পেন জাতীয় দল? কাগজে-কলমে বিশ্বসেরাদের কাতারে। কিন্তু মাঠের পারফরমেন্স ও সাফল্যের বিচারে তারা ফ্রান্স, ইটালির চেয়ে ততটাই দূরত্বে, পৃথিবী থেকে চাঁদ

এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য রাউল ও ফার্নান্ডো মরিয়েন্তেস তো রয়েছেনই। রাউলের জন্য মৌসুমটা তত ভালো না গেলেও মরিয়েন্তেসের জন্য ছিলো দুর্দান্ত। জাতীয় দলের পুরনো এই ফরোয়ার্ড জুটি বিপক্ষের ডিফেন্সে নিঃসন্দেহে আতঙ্ক ছড়াবেন।

যেকোনো আন্তর্জাতিক বড় আসর মানেই স্পেনের প্রত্যাশা ও আশাভঙ্গের গল্প। বারবার, প্রতিবার একই গল্পের পুনরাবৃত্তি। নতুন গল্প লেখার জন্য রাউল, মরিয়েন্তেস-রা এবার তাই আরো বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে পুলে গ্রিস ও রাশিয়াকে অবশ্যই হারাতে হবে। পর্তুগালকে ফেবারিট ধরলেও স্পেনকে পুল এ-তে দ্বিতীয় ফেবারিট না ধরে উপায় নেই।

রাশিয়া

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৬০
তারকা : আলেক্সান্ডার মস্তোভাই, ইয়েগর টিটভ
সম্ভাব্য তারকা : দিমিত্রি বুলাইকিন
কোচ : জর্জি ইয়ারস্টেভ

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রথম শিরোপাজয়ী দেশের নাম কি? কুইজের জন্য বেশ ভালো একটি প্রশ্ন। হয়তো অধিকাংশই এর সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবেন। কেননা সেভিয়েট ইউনিয়ন এই টুর্নামেন্টের প্রথম শিরোপাজয়ী দল।

যদিও সেভি-য়েটের উত্তরসূরি রাশিয়ার বর্তমান হতশ্রী চেহারা দেখে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। অথচ মাত্র ১৪ বছর আগে '৮৮-র চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলো তারা। তখনও পর্যন্ত ছিলো সমীহ জাগানো শক্তি।

রাশিয়া এবার সরাসরি চূড়ান্ত পর্বে উঠতে পারেনি। সেজন্য তাদের দরকার হয়েছে প্লে-অফ। সেখানে দু'লেগ মিলিয়ে ১-০ ব্যবধানে ওয়েলস্‌কে হারিয়ে পর্তুগালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

রাশিয়ার এই দলটির সবচেয়ে বড় তারকা নিঃসন্দেহে আলেক্সান্ডার মস্তোভাই। এই প্লে-মেকারই পুরো দলকে পরিচালনা করবেন। মস্তোভাইর ভালো খেলা এবং রাশিয়ার সাফল্য সমানুপাতিক। তবে পর্তুগাল ও স্পেনকে টপকে পুল পর্যায়ের বাধা টপকাতে হলে রাশানদের বড়-সড় অঘটন ঘটাতে হবে।

গ্রিস

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : প্রথম রাউন্ড ১৯৮০
কোচ : অট্টো রেগ্যাল

একই গ্রুপে থাকার পরও স্পেনকে পেছনে ফেলে গ্রিস গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। বাছাই পর্বের এই চমকের ধারা ইউরো ২০০৪-এর চূড়ান্ত পর্বেও অব্যাহত রাখার প্রতাশা গ্রিসের সমর্থকদের। কেননা, চূড়ান্ত পর্বেও স্পেন রয়েছে তাদের পুলে। পুলের অন্য দু'দল স্বাগতিক পর্তুগাল ও রাশিয়া।

পর্তুগাল যেমন অনুসরণ করে ব্রাজিলের খেলার স্টাইল, গ্রিস তেমনি ইটালির। রক্ষণ সামলানোর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ গ্রিকরা। আর সেটার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আজ ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে গ্রিস।

জার্মানির কোচ অট্টো রেগ্যালের অধীনে গ্রিকরা খেলে ৫-৪-১ ফর্মেশনে। দলে কোনো তারকা খেলোয়াড় নেই। একজনের ওপর নির্ভর করে তারা খেলে না। খেলে দলগত খেলা। আর মূল শক্তি অবশ্যই রক্ষণভাগ। চূড়ান্ত পর্বে যদি তারা কোনো প্রকারে স্পেন, পর্তুগাল কিংবা রাশিয়ার বিপক্ষে প্রথমে গোল করতে পারে, তাহলে সেই গোল তারা ধরে রাখতে সক্ষম। বাছাই পর্বে তারা এ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তবে স্পেন, পর্তুগাল ও রাশিয়ার পুল থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা গ্রিকদের জন্য অলীক স্বপ্ন।

পুল বি

ফ্রান্স

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৮৪, ২০০০

থিয়েরে অঁরি

জন্ম : ১৭-০৮-১৯৭৭
বর্তমান ক্লাব : আর্সেনাল
প্রাক্তন ক্লাব : মোনাকো, জুভেন্টাস
পজিশন : ফরোয়ার্ড

'ক্লাস'-এর বিচারে জিনেদিন জিদান ফ্রান্সের সেরা খেলোয়াড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ফর্মকে বিবেচনা করা হয় তাহলে জিদানের আগে উচ্চারিত হবে অঁরির নাম।

১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ কিংবা ২০০০-এর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দলেও ছিলেন অঁরি। কিন্তু সেই অঁরি আর আজকের অঁরির মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। গতিসম্পন্ন একজন লেফ্‌ট উইঙ্গার, যিনি মাঝে মাঝে গোল করতে জানেন- এই ছিল অঁরির পরিচিতি। দুটো টুর্নামেন্টেই তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এতোটা প্রত্যাশা তার ওপর ছিল না। যেমন রয়েছে এবার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের সেরা খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ গোলদাতাসহ প্রেস্টিজিয়াস সব অর্জন এখন তার। তিনি এ অর্জনের যথার্থতা প্রমাণ করেন ইউরোতে এ প্রত্যাশা ভক্তদের।

অঁরির প্রধান অস্ত্র গতি। বিশ্বের দ্রুততম দৌড়বিদকেও 'উইথ দ্য বল' গতি দিয়ে তিনি পরাস্ত করতে সক্ষম। ড্রিবলিং, দূর-পাল্লার বুলেট শট, বাতাসে দক্ষতা এবং গোলের সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে। ২০০২-এর বিশ্বকাপে ফ্রান্সের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল অঁরির ব্যর্থতা। এমনকি উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে লাল কার্ডও দেখেছিলেন তিনি। এসব ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সকে এবারের ইউরোর শিরোপা এনে দিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তারকা : জিদান, অঁরি, পিরেজ, ভিয়েরা, থুরাম, ডেসাইলি।
সম্ভাব্য তারকা: জিব্রেল সিসে
কোচ : জ্যাক সান্টিনি

ফ্রান্সের ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপারই ঘটতে পারে। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ কিংবা ২০০০-এর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফ্রান্সকে

যেমন দেখা যেতে পারে, ঠিক তেমনি সম্ভাবনা আছে ২০০২-এর বিশ্বকাপের ফ্রান্সকে দেখার। সর্বশেষ বিশ্বকাপের ফ্রান্সের পারফরমেন্স যে ছিলো নিতান্তই অঘটন, সেটা প্রমাণের জন্য ইউরো ২০০৪-এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হয় না।

কোচ সান্টিনি তার দলকে খেলাবেন সম্ভবত ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে। ৪-৪-২ ফর্মেশনের চেয়ে এই ফর্মেশন ফ্রান্স দলকে ভালোভাবে স্যুট করে। গোলবারের নিচে ফাবিয়ান বার্থেজ এখনো বিশ্বসেরাদের কাতারে। যদিও 'অফ ডে'-তে তার চেয়ে বাজে কিপার আর হয় না। ইউরোতে এ রকম একটি অফ ডে স্থানচ্যুত হবার জন্য যথেষ্ট। কেননা, গ্রেগরি কুপেট নামের প্রতিভাবান এক তরুণ তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে অধিনায়ক মার্শেল ডেসাইলির রয়েছে শতাধিক

আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। রাইট ব্যাক লিলিয়ান থুরামেরও তাই। এদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পরীক্ষিত। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ডেসাইলির পার্টনার মিকেল সিলভেস্টরে ক্লাব দল ম্যান ইউ'র পক্ষে চমৎকার এক মৌসুম শেষ করেছেন। লেফট ব্যাক বিজেন্তে লিজারাজু জানেন ডিফেন্স ঠিক রেখে কিভাবে অ্যাটাকে যেতে হয়।

ডিফেন্স নিয়ে তাই ফ্রান্সের খুব একটা সমস্যা নেই। যেটুকু ছিলো, সেটা ঢেকে দিতে প্যাট্রিক ভিয়েরা ও ক্লদ ম্যাকলেলে তো রয়েছেনই। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে যাদের তুলনা হয় না। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিতে পারেন। পারেন দলের অ্যাটাকে সহায়তা করতে। আধুনিক ফুটবলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পজিশন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড। এই পজিশনে বিশ্বসেরা দু'জন খেলোয়াড় থাকলে আর ভাবনা কি?

এ তো গেল গোল রক্ষণের কথা। আর গোল দেবার কথা এলেও ফ্রান্সের সমকক্ষ খুব বেশি দল বিশ্বে নেই। দু'উইংয়ে রয়েছেন রবার্ট পিরেস ও সিলভান উইলটোর্ড। পিরেস আর্সেনালের পক্ষে এ মৌসুমেও দুর্দান্ত খেলেছেন। উইলটোর্ড নিয়মিত খেলার সুযোগ পাননি। তবে পেলে যে তিনি কতোটা ভয়ঙ্কর সেটা জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিয়তই দেখাচ্ছেন। দুই উইংয়ের খেলোয়াড়ের স্কোরিং অ্যাবিলিটিও চমৎকার।

তবে ফ্রান্স দলের নিউক্লিয়াস জিনেদিন জিদান। এই জাদুকরকে রোখার সাধ্য বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের নেই। বল নিয়ে যত রকম ট্রিকস্ আছে সবই তিনি জানেন। তার ভালো খেলা না খেলার ওপরই নির্ভর করছে ফ্রান্সের সাফল্য। এখানে উল্লেখ্য যে, খুব কম মাচেই তিনি ভালো খেলেন না।

ফরোয়ার্ড হিসেবে রয়েছেন থিয়েরে অঁরি। পাসিং, শুটিং, স্কোরিং অ্যাবিলিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার গতি। এসবের সমন্বিত ফসল এবারের ইংলিশ লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ। জাতীয় দলের পক্ষে এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে গোল করা নিয়ে ফ্রান্সকে ভাবতে হবে না। আর সাইড বেঞ্চে ডেভিড ত্রেজেগে, জিব্রেল সিসের মতো খেলোয়াড় তো রয়েছেনই।

কাগজে-কলমের শক্তির বিচারে যদি ট্রফি দেয়া হতো, তাহলে ফ্রান্স দলকে পর্তুগাল যেতে হতো শুধু ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফিটা দেশে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু খেলাটার নাম ফুটবল। খেলতে হবে মাঠেই, কাগজে-কলমে নয়। নিজেদের শক্তির সর্বোচ্চ প্রদর্শন করে সেরা দলকে শিরোপা জিততে হবে। সেটা করতে ব্যর্থ হলে সেরা দলও শিরোপা জেতে না। যেমন ফ্রান্স দল জেতেনি ২০০২-এর বিশ্বকাপ। এবারের ইউরোতে ফ্রান্সের সমর্থকদের প্রত্যাশা থাকবে, দল যেন স্বাভাবিক খেলাটাই শুধু খেলতে পারে। তাহলেই ১২ জুন মার্শেল ডেসাইলির হাতে শোভা পাবে ইউরোর শিরোপা।

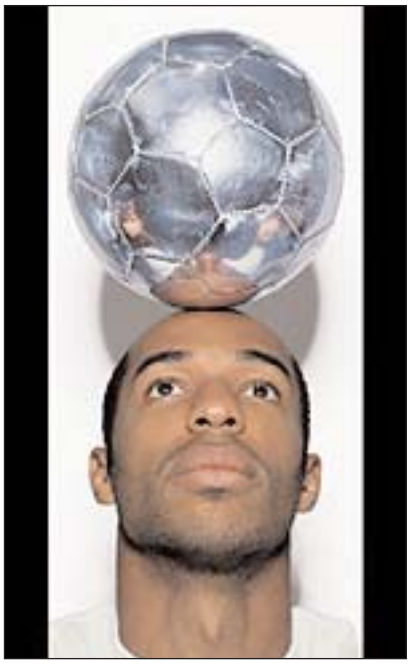

ডিফেন্ডারদের আতংক থিয়েরে অঁরি

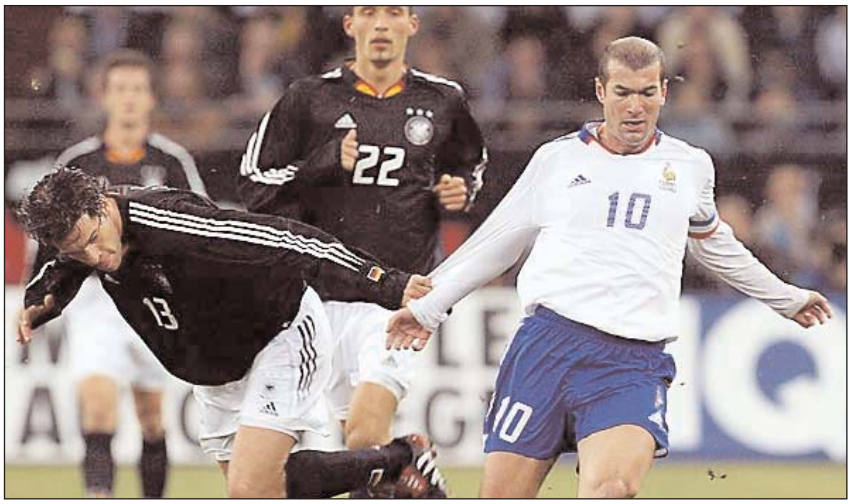

ফ্রেঞ্চ যাদুকর জিনেদিন জিদান

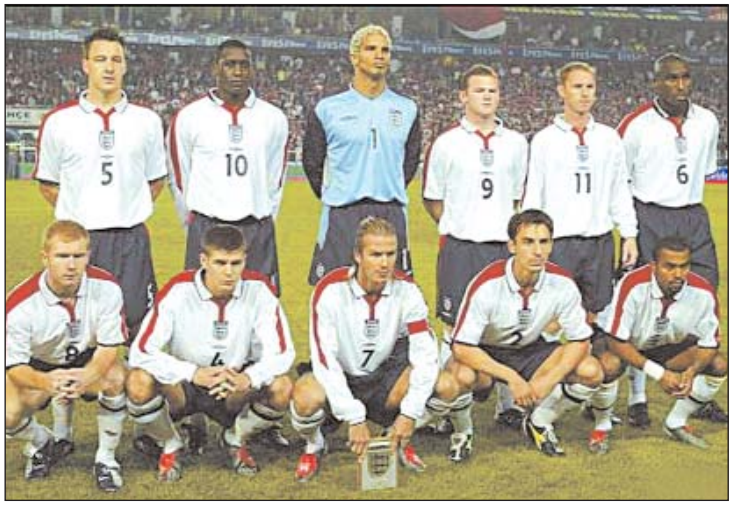

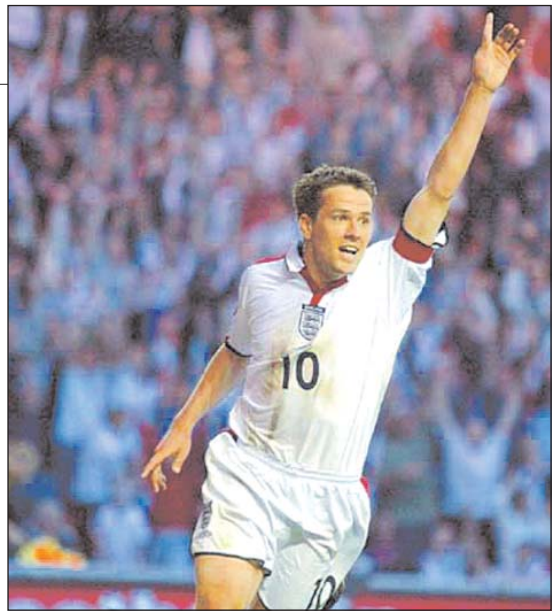

মাইকেল ওয়েন : ইংল্যান্ডের গোলমেশিন

ইংল্যান্ড

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : সেমিফাইনাল ১৯৬৮, ১৯৯৬
তারকা : ডেভিড বেকহাম, মাইকেল ওয়েন, স্টিভেন জেরার্ড, পল স্কোলস্
সাম্ভাব্য তারকা : ফ্রাঙ্ক ল্যামপার্ড, ওয়েন রুনি, জন টেরি
কোচ : সভেন গোরান এরিকসন

বরাবরের মতো ইংল্যান্ড এবারও ফেবারিট এবং অবশ্যই সেটা মিডিয়ার কাছে। পারফরমেন্সের বিচারে ইংল্যান্ডের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা যে নেই সেটা নয়। তবে প্রথম বা দ্বিতীয় ফেবারিট হিসেবে নয়। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস্, পর্তুগাল, ইটালি, স্পেন, চেক প্রজাতন্ত্র ও জার্মানির সঙ্গে ইংল্যান্ডও শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে ফেবারিট।

ইংল্যান্ডের এবারের দলটি আসলেই ভালো। ইনডিভিজুয়ালি স্কিলফুল কিছু খেলোয়াড়ের পাশাপাশি দলের টিম স্পিরিটও দুর্দান্ত। ফ্রান্সের সঙ্গে খেলার রেজাল্ট যাই হোক, ক্রোয়েশিয়া ও সুইজারল্যান্ডকে টপকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা তারা

করতেই পারে। আর তাহলেই শিরোপার সঙ্গে তাদের দূরত্ব থাকবে মাত্র ৩ ম্যাচেই। তখন ঘটতে পারে যেকোনো কিছু।

ইংল্যান্ডের উন্নতির সিংহভাগ কৃতিত্ব অবশ্যই সভেন গোরান এরিকসনের। সুইডিশ এই কোচ ইংলিশ খেলোয়াড়দের মানসিকতাই পাল্টে দিয়েছেন। অতি পুরনো কিন্তু কার্যকর ৪-৪-২ ফর্মেশনেই তিনি দলকে খেলাবেন।

ফ্লাইং ইংলিশম্যান ডেভিড বেকহাম

ডেভিড সিম্যানের বিদায়ের পর গোলরক্ষণের দায়িত্ব বর্তেছে ডেভিড জেমসের ওপর। বড় ধরনের ভুল তিনি খুব একটা করেন না। সেন্ট্রাল ডিফেন্সের মূল ভরসা আর্সেনালের সোল ক্যাম্পবেল। পার্টনার রিও ফার্দিনান্দ ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে নিষিদ্ধ হয়েছেন। তবে জন টেরি চেলসির হয়ে যে রকম একটি মৌসুম কাটালেন, ইউরোতে তেমন খেললে ফার্দিনান্ডের অভাব অনুভূত না হবারই কথা। রাইট ব্যাক গ্যারি নেভিলের স্থান চূড়ান্ত। অ্যাশলে কোলের পজিশন লেফট ব্যাক। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েইন ব্রিজ। তবে এরিকসন বোধহয় শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য কোলকেই বেছে নেবেন।

মিডফিল্ডের রাইট উইং-এ খেলবেন অধিনায়ক ডেভিড বেকহাম। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে গোল করেন। এছাড়া দলের অন্যতম প্রেরণাদাতা। ফ্রি-কিক, কর্নারে বিশ্বসেরাদের কাতারে। লেফট মিডফিল্ডে লিভারপুলের স্টিভেন জেয়ার্ড খেলবেন। দলের স্বার্থে নিজের পজিশন সেন্ট্রাল মিডফিল্ড ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন পজিশনে খাপও খাইয়ে নিয়েছেন ভালোভাবে। ৪-৪-২ ফর্মেশনে এরিকসনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি কি অ্যাটাকিং ফর্মেশনে খেলবেন নাকি ডিফেন্সিভ? ডিফেন্সের সামনে কাভার চাইলে প্রথম পছন্দ নিকি বাট। আর আক্রমণাত্মক ফর্মেশনে বাটের জায়গায় চলে আসবেন ফ্রাঙ্ক ল্যামপার্ড। চেলসির মহাতারকাদের সমাবেশে এ মৌসুমে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ল্যামপার্ড। অন্তত মাঠের পারফরমেন্স সে কথাই বলে। মূল একাদশে সুযোগ পেলে পর্তুগালে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন। মিডফিল্ডের সর্বশেষ প্লেয়ার ম্যান ইউ'র পল স্কোলস্। দু'স্ট্রাইকারের পেছনে থেকে অবিরাম তাদের বল জোগাবেন। পাশাপাশি দূরপাল্লার শটে পোল করতে ল্যামপার্ড, স্কোলস্ দু'জনই সিদ্ধহস্ত।

গোলের জন্য ভরসা সেই মাইকেল ওয়েন। ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার, সন্দেহ নেই। তবে তিনি বড্ড বেশি গোল মিস্ করেন। ইউরোতে ওয়েনের পা-মাথাই ইংলিশদের গোলের মূল জোগানদাতা হবে। সঙ্গী হিসেবে তিনি পাবেন অষ্টাদশ বর্ষীয় ওয়েইন রুনীকে। এই ফরোয়ার্ড জুটি ক্লিক করলে তাদের গোল পেতে সমস্যা হবে না।

ভালো দল ইংল্যান্ড। তবে ডিফেন্স কিছুটা দুর্বল। মিডফিল্ড চমৎকার। আক্রমণভাগ মোটামুটি। সঙ্গে রয়েছে বড় আসরে ইংল্যান্ডের সাফল্য না পাবার ইতিহাস। এই ইতিহাস পাল্টে দেবার জন্যই এবার বেকহাম বাহিনীর পর্তুগাল অভিযান।

স্টিভেন জেরার্ড

জন্ম : ৩০-০৫-১৯৮০
ক্লাব : লিভারপুল
পজিশন : সেন্ট্রাল মিডফিল্ড, লেফট্ মিডফিল্ড

সবাই বলবে ডেভিড বেকহামের কথা। কেউ কেউ হয়তো মাইকেল ওয়েনের নামও বলতে পারে। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০ বলছে, ইংল্যান্ডকে এবার যদি ভালো কিছু করতে হয় তাহলে স্টিভেন জেরার্ডকে খেলতে হবে সামর্থ্যের সর্বোচ্চ বিন্দু দিয়ে। ইংল্যান্ডের ইউরো মিশনের সফলতা তাই অনেকাংশে জেরার্ডের ওপর নির্ভরশীল।

তার পজিশন বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল মিডফিল্ড কিংবা লেফট্ মিডফিল্ড। আসলে সব্যসাচী এক ফুটবলার তিনি। খেলতে পারেন মাঝমাঠের যেকোনো জায়গায়। ডানসাইড বেকহামের জন্য বরাদ্দ। সেন্ট্রালে নিকি বাট, ফ্রাঙ্ক ল্যামপার্ড, পল স্কোলস্‌রা রয়েছেন। ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডের একমাত্র দুর্বলতা ছিল বাম দিকে। কোচের নির্দেশে জেরার্ড দূর করলেন সেই দুর্বলতা। ইউরোতে লেফট্ মিডফিল্ডেই খেলবেন জেরার্ড।

বয়স তার মাত্র ২৪ বছর। কেরিয়ারের শুরু থেকেই খেলছেন লিভারপুল ক্লাবে। তার পাসিং ও ক্রস বিশ্বমানের, সেই সঙ্গে পরিশ্রম করতে পারেন প্রচুর। যেখানে বল সেখানেই জেরার্ড। দূরপাল্লার শটে গোল করার দক্ষতাও রয়েছে। পারেন ডিফেন্সের সামনে কাভার হিসেবে খেলতে। তবে যতোই বেকহাম, ওয়েনরা থাকুক ইংল্যান্ডের অধরা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে হলে জেরার্ডকে আবির্ভূত হতে হবে স্বমহিমায়।

ক্রোয়েশিয়া

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : কোয়ার্টার ফাইনাল ১৯৯৬
তারকা : ডাডো প্রাসো
সম্ভাব্য তারকা : বরিস জিভকোভিচ
কোচ : অট্টো বারিক

ফুটবল বিশ্বে অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামরত একটি দেশ ক্রোয়েশিয়া। ডেভর সুকার, জানিমির বোবান, অ্যালেন বকসিচ, রবার্ট প্রসেনেস্কি- এদের বিদায়ের পর ক্রোয়েশিয়ার নতুন প্রজন্ম দলকে তুলে এনেছে ইউরো ২০০৪-এর চূড়ান্ত পর্বে।

অবশ্য সে পথটা মোটেই কন্টকমুক্ত ছিলো না। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তাদের অবস্থান ছিলো বুলগেরিয়ার পেছনে। কিন্তু বেলজিয়ামের সামনের অবস্থান তাদের প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। প্লে-অফে স্লোভেনিয়াকে হারিয়ে পর্তুগাল পায় খেলার ছাড়পত্র।

ক্রোয়েশিয়ার মূল শক্তি তাদের ডিফেন্স। বাছাই পর্বের ১০ ম্যাচের মধ্যে ৭টিতেই তারা কোনো গোল হজম করেনি। গোলরক্ষক স্টাইপ প্লেটিকোসা কোচের আস্থার প্রতীক। ডিফেন্সে ইগর টিউডর, ডারিও শ্রেনা, জোসেফ সিমুনিচও প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের সামনে চীনের প্রচীর হতে পারেন। তবে দলের মূল তারকা নিঃসন্দেহে ডাডো প্রাসো। সদ্যই মোনাকো ছাড়া এই ফরোয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন্স লীগের এক ম্যাচে ডিপোর্টিভো লা করুনার বিপক্ষে ৪ গোল করেছিলেন। জাতীয় দলের হয়েও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল পান তিনি। প্লে-অফে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে দু'লেগেই গোল করেছিলেন প্রাসো। এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে সেটা নিঃসন্দেহে ক্রোয়াটদের জন্য খুশির খবর। তবে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে টপকে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। মনে হবার কিছু নেই, নিশ্চিতভাবেই তাদের দৌড় প্রথম রাউন্ড পর্যন্তই।

সুইজারল্যান্ড

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : প্রথম রাউন্ড ১৯৯৬
তারকা : স্টেফান চ্যাপুইসাত, স্টেফান হন্‌শ
সম্ভাব্য তারকা : হাকান ইয়াকিন
কোচ : জ্যাকব কুহন

বিশ্ব ফুটবলে সুইজারল্যান্ডের স্থান কখনোই প্রথম সারিতে ছিলো না। কিন্তু সমীহ জাগানো শক্তি তারা বরাবরই। মাঝের বিবর্ণ সময় কাটিয়ে আবার ফুটবল মঞ্চে আবির্ভাব হচ্ছে সুইসদের।

কোচ জ্যাকব কুহনের সুইজারল্যান্ড দল টিম গেমে বিশ্বাসী। সে কারণেই কোয়ালিফাইং রাউন্ডে রাশিয়া ও রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডকে পেছনে ফেলে গ্রুপ ১০-এর বিজয়ী তারা। অর্জনটা নিতান্তই সামান্য নয়।

4-4-2 ফর্মেশনে খেলা বর্তমান সুইস দলে কিন্তু কোনো তারকা খেলোয়াড় নেই। যারা নিয়মিত ইংলিশ লীগ দেখেন, তাদের কাছে লিভারপুলের স্টপার স্টেফান হন্‌শ পরিচিত মুখ। এছাড়া পিএসভি আইন্দহোভেনের মিডফিল্ডার জোহান ভোগেল, ইয়াকিন ভ্রাতৃদ্বয় ডিফেন্ডার মুরাট ও ফরোয়ার্ড হাকান নজর কাড়তে পারেন। তবে যত যাই হোক ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়াকে টপকে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

পুল সি

ইটালি

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৬৮
তারকা : ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরি, আলেসান্দ্রো নেস্তা, ফ্রান্সিসকো টট্টি, আলেসান্দ্রো ডেল পিয়েরো
সম্ভাব্য তারকা : গাট্টুসো, স্টেফান ফিওরে
কোচ : জিওভান্নি ত্রাপাত্তোন্নি

জিয়ানলুইগি বাফন

জন্ম : ২৮-০১-১৯৭৮
বর্তমান ক্লাব : জুভেন্টাস
প্রাক্তন ক্লাব : পারমা
পজিশন : গোলরক্ষক

ফ্রান্সিসকো টট্টি, আলেসান্দ্রো ডেল পিয়েরো, ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরি আছেন ফরোয়ার্ড হিসেবে। গোল করতে তারা সিদ্ধহস্ত। প্রথম দু'জন প্লে-মেকার হিসেবেও অসাধারণ। কিন্তু ইটালির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কিন্তু বাফনের গোলকিপিং।

বরাবরই রক্ষণাত্মক ফুটবল দর্শনে বিশ্বাস করে ইটালিয়ানরা। টট্টি, ভিয়েরি, ডেল পিয়েরো থাকার কারণে গোল তারা পাবেই। ঐতিহ্যগতভাবে গোল ডিফেন্ড করতে তারা জানে। কিন্তু এবার দলে নেই পাওলো মালদিনি। বহুদিন পর ইটালি বড় টুর্নামেন্ট খেলবে মালদিনি ছাড়া। সে কারণে বাফনের ওপর দায়িত্ব অনেক বেশি।

নেস্তা, ক্যানাভারো আছেন। তবে ডিফেন্সের শেষ প্রাচীর বাফন। অসাধারণ রিফ্লেক্সে দুর্দান্ত সব সেভ করতে পারদর্শী তিনি। তার পজিশন সেন্স ভালো। লম্বা হবার কারণে বাতাসেও দক্ষ। গত ইউরোতে তিনি খেলেননি ইনজুরির কারণে। তার জায়গায় টলভো খেলেছেন চ্যাম্পিয়নের মতো। এবার সেই টলভো সাইড লাইনে। বাফনকে তাই ভালো খেলতেই হবে। তাহলেই গতবারের চেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে আজ্জুরিরা। উল্লেখ্য, গতবার ফ্রান্সের পেছনে থেকে তাদের অবস্থান ছিল রানার্সআপ।

১৯৯০ সালের বিশ্বকাপের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সেই ম্যাচটির কথা মনে আছে? পুরো খেলায় আধিপত্য করেও ম্যারাডোনার মুহূর্তের ম্যাজিকে ক্যানিজিয়ার গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। খেলা শেষে ম্যারাডোনা বলেছিলেন, 'ব্রাজিল খেলেছে ৮৯ মিনিট, আমরা ১ মিনিট। জয়ের জন্য সেই ১ মিনিটই ছিল যথেষ্ট।'

ইটালির খেলার স্টাইল এ রকম, পুরোপুরি ব্রাজিলের বিপরীত। তারা খেলে রেজাল্টের জন্য। ৮৯ মিনিট বাজে, রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেও যেকোনো উপায়ে জয়ী হওয়াই তাদের ফুটবল দর্শন। ইটালিয়ান ফুটবলের সাফল্যগুলো এই দর্শনের ভিত্তিতেই স্থাপিত।

এবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। বেশি ব্যবধানে নয়, ন্যূনতম ব্যবধানে ম্যাচ জিতলেই তারা খুশি। আর এভাবে ৬টি ম্যাচ জিততে পারলেই তো শিরোপ তাদের হাতে।

জিওভান্নি ট্রাপাত্তোন্নি দলকে সম্ভবত ৪-৩-৩ ফর্মেশনেই খেলাবেন। অথবা ফিরে যেতে পারেন ৪-৪-২ ফর্মেশনেও। ইটালির গোলবার আগলাবেন জিয়ানলুইজি বাফন। যাকে একবাক্যে সেরাদের সেরা মেনে নেন বোদ্ধারা। ডিফেন্সে আলেসান্দ্রো নেস্তা ও ফাবিও ক্যানাভারোর স্থান নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মালদিনির বিদায়ের পরও এরাই দলের ডিফেন্সের মূল দায়িত্বে। সে দায়িত্ব তারা যে ভালোভাবেই পালন করছেন খোদ মালদিনিও সেটা বলতে বাধ্য। দু'সাইডব্যাক হিসেবে ক্রিশ্চিয়ান পানুচ্চি ও ম্যাটিও ফেরারিই সম্ভবত মূল একাদশে থাকবেন। মোট কথা, এবারও সবচেয়ে শক্তিশালী ডিফেন্স ইটালির।

৪-৩-৩ ফর্মেশনে মূল দু'জন ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরি ও ফ্রান্সিসকো টট্টির ঠিক পেছনেই খেলবেন আলেসান্দ্রো ডেল পিয়েরো। ভিয়েরি হয়তো পুরো ম্যাচে 'ইনভিজিবল' থাকবেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় ঠিকই ছোট্ট টোকায় বা হেডে বলকে জালে জড়াবেন। অত্যন্ত চতুর স্ট্রাইকার তিনি। অনেকটা রোমারিওর মতো। সঙ্গী টট্টি পরিশ্রমী। নিজে খেলেন, দলকে খেলান। গোল করায় কার্পণ্য নেই। একই রকম খেলোয়াড় ডেল পিয়েরো। এ তিনজন মিলে বিপক্ষের রক্ষণব্যূহে ত্রাসের সঞ্চার করবেন।

ডিফেন্স অদম্য, অ্যাটাক দুর্দম্য। কিন্তু এ দুয়ের যোগসূত্র মিডফিল্ড? সেখানেই এক বিরাট শূন্যতা। স্টেফানো ফিওরে, জেনারো গাট্টুসো, মাওরো ক্যামব্রোসিনি, জিয়ানলুকা জামব্রোট্টা, আন্দ্রে পিরলোরা এ শূন্যতা কতোটা পূরণ করতে পারবেন বলা মুশকিল।

ইটালির ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে সফলতম কোচ জিওভান্নি ট্রাপাত্তোন্নি। ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব কিছুই জিতেছেন। এবার জিততে চান আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। সেটা হলে ১৯৮২-র বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের ২২ বছর পর সমর্থকদের জন্য আনন্দের উপলক্ষ বয়ে আনবে আজ্জুরিরা।

ডেনমার্ক

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৯২
তারকা : জন ডাল টমাস্সন, থমাস হেলভেজ, অ্যাবে সান্ড
সম্ভাব্য তারকা : ডেনিস রমাডেল, ক্লস জেনসেন, থমাস সরেনসন
কোচ : মরটেন ওলেসেন

হয়তো এবারের দলটি '৮৬-র বিশ্বকাপ কিংবা '৯২-র ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলটির মতো শক্তিশালী নয়। কিন্তু তাই বলে ডেনিশদের

একেবারে রদ্দি ভাবাও ঠিক না। সুইডেন ও বুলগেরিয়াকে টপকে ইটালির সঙ্গী হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার ক্ষেত্রে ডেনিশরাই ফেবারিট।

রোমানিয়া, নরওয়ে এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে পেছনে ফেলে সরাসরি ইউরোতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ডেনমার্ক। তাদের কোচ মার্টিন ওলসেন দলকে ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে খেলিয়ে থাকেন।

গোলবারের নিচে সরেনসন আস্থার প্রতীক। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে অভিজ্ঞ থমাস হেলভেজ এবং মার্টিন লারসেনও তাই। থমাস গ্রাভেসেনের ভূমিকা অ্যাঙ্কর মিডফিল্ডারের। আর মূল প্লে-মেকার ক্লস জেনসেন। তার ওপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল ডেনিশদের ভাগ্য। দু' উইং জেসপার গ্রনকার ও ডেনিস রমাডেল 'হাইলি রেটেড'। তাদের খেলা চমকে দিতে পারে ফুটবলপ্রেমীদের। তবে তারা চমকাবেন না যদি জন ডাল টমাসসন তার স্কোরিং অ্যাবিলিটির যথার্থ প্রয়োগ করতে পারেন। বাছাই পর্বের ৮ ম্যাচে তার গোলসংখ্যা ৫। গত বিশ্বকাপেও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। তার ঠিক পেছনেই থাকবেন অ্যাবে স্যান্ড। বিশ্ব ফুটবলের মানদন্ডে তিনিও পরীক্ষিত পারফরমার।

সব মিলিয়ে একেবারে ফেলে দেবার মতো প্রতিপক্ষ নয় ডেনমার্ক। বড় আসরে তারা বরাবরই ভালো খেলে। এইতো গত বিশ্বকাপের কথাই ধরা যাক, গ্রুপ পর্বে তারা হারিয়েছে দু'বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ফ্রান্স ও উরুগুয়েকে। '৯২-র ডেনিশদের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয় যেন রূপকথাকেও হার মানায়। অতদূর না হোক, নিদেনপক্ষে প্রথম রাউন্ডের গন্ডি টপকানোর সামর্থ্য তাদের রয়েছে। ভালোভাবেই রয়েছে।

সুইডেন

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : সেমিফাইনাল ১৯৯২
তারকা : মার্কাস অ্যাবালাক, ফ্রেডি লুংবার্গ
সম্ভাব্য তারকা : জ্লাটন ইব্রামোভিচ
কোচ : টমি সোরেনবার্গ ও লারস্ ল্যাজার ব্যাক

সুইডিশদের মূল ভরসাও কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল। এ ধারার ফুটবল খেলেই তারা পৌছাতে চায় কোয়ার্টার ফাইনালে। সে ক্ষেত্রে পুলের তিনটি ম্যাচই তাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইটালি শক্তিশালী দল। শিরোপার দাবিদার। কিন্তু অন্য তিনটি দল ডেনমার্ক, সুইডেন ও বুলগেরিয়া সমশক্তির দল। যে কোনো দলই তাই ক্ষমতা রাখে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার। সুইডিশদের প্রার্থনা, তাদের ভাগ্যেই যেন শিঁকে ছেড়ে।

সুইডেনের রয়েছে দৃঢ় রক্ষণভাগ, স্থিতিশীল মধ্যমাঠ ও কার্যকর আক্রমণভাগ। এগুলোর সমন্বয়ে তাদের ভালো ফলাফলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুইডিশদের আন্ডার ইস্টিমেট করা তাই ঠিক হবে না।

ম্যাচ উইনারের অভাব রয়েছে সুইডেন দলে। এমন তারকার সংখ্যা খুব কম, যারা মুহূর্তের ঝলকে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারেন। তাদের সবচেয়ে বড় তারকা ফ্রেডি লুংবার্গ। আর্সেনালের এই লেফট্ উইঙ্গারের দিকেই ভালো রেজাল্টের জন্য তাকিয়ে থাকবে সুইডিশরা। পাশাপাশি ফরোয়ার্ড জ্লাটান ইব্রামোভিচের ওপরও তাদের অনেক আশা।

বুলগেরিয়া

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : কোয়ার্টার ফাইনাল ১৯৬৮
তারকা : দিমিত্রি রেবাটভ
সম্ভাব্য তারকা : মার্টিন পেট্রভ
কোচ : প্লামেন মারকভ

জন ডাল টমাস্সন

জন্ম : ২৯-০৮-১৯৭৬
বর্তমান ক্লাব : এসি মিলান
প্রাক্তন ক্লাব : এসসি হেরেনভেন, নিউক্যাসেল ইউনাইটেড, ফেয়ানুর্দ
পজিশন : ফরোয়ার্ড

আন্দ্রেই শেভচেঙ্কো, ফিলিপ্পো ইনজাঘিরা দলে থাকার কারণে এসি মিলানে তার অধিকাংশ সময় কাটে সাইড বেঞ্চে। তবুও তিনি বিশ্বমানের ফরোয়ার্ড। সুযোগ পেলেই তিনি সেটা প্রমাণ করেন। ডেনমার্কের হয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সে সুযোগটাই পাচ্ছেন।

জাপান-কোরিয়া বিশ্বকাপে টমাস্সন ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। করেছিলেন ৪ গোল। ইউরোতে এ রকম পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তি তার কাছ থেকে চায় ডেনিশরা।

একজন সেন্টার ফরোয়ার্ডের প্রয়োজনীয় সব গুণাবলীই টমাসসনের রয়েছে। শুটিং, হেডিংয়ে তিনি সমান কার্যকর। ডেনমার্ক যদি ১৯৯২-এর সাফল্যের পুনরাবৃত্তি চায় তাহলে জন ডাল টমাস্সনের জ্বলে ওঠাটা জরুরি।

বুলগেরিয়া ততো দিনই বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে ছিলো, যত দিন ছিলেন রিস্টো স্টইচকভ। তিনি অবসর নেবার পর হারিয়ে গিয়েছিলো বুলগেরিয়া। এবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বুলগেরিয়ার জন্য তাই নিজেদের ফিরে পাওয়ার মিশন।

ইনডিভিজুয়াল খেলোয়াড় হিসেবে কেউ হয়তো আলাদাভাবে বোদ্ধাদের নজর কাড়তে পারবে না। কিন্তু দল হিসেবে তাদের খেলা যথেষ্ট কার্যকর। নিজেদের ডিফেন্স ঠিক রেখে আক্রমণে ওঠে তারা। আর যেহেতু তাদের হারাবার কিছু নেই, সে কারণে

রুড ভ্যান নিস্টলরয়

জন্ম : ০১-০৭-১৯৭৬
বর্তমান ক্লাব : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
প্রাক্তন ক্লাব : এফসি ডেন বস্‌চ, এসসি হেরেনভ্যান, পিএসভি আইন্দহোভেন
পজিশন : ফরোয়ার্ড

অন্তর্কলহে জর্জরিত দুর্দান্ত সব ইনডিভিজ্যুয়াল স্কিলসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত ডাচ দলের মূল ভরসা রুড ভ্যান নিস্টলরয়। ক্লাবদল ম্যান ইউ'র ফর্ম জাতীয় দলে ধরে রাখতে পারলে নেদারল্যান্ডস্ এবার নিঃসন্দেহে 'টিম টু বিট'।

একজন পারফেক্ট সেন্টার ফরোয়ার্ড তিনিই। অনেকটা গার্ড মুলার কিংবা গ্যারি লিনেকারের মতো। ডাচরা অবশ্য তাকে মার্কো ভ্যান বাস্তেনের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসে। এতসব নামী-দামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, এটা অনেক বড় কথা। কিন্তু এসব গ্রেটদের পাশে স্থায়ীভাবে নিজের নাম লেখানোর জন্য নেদারল্যান্ডসকে এবারের ইউরোর শিরোপা এনে দেয়া জরুরি। নতুবা ফুটবল বিশ্ব তাকে চিনবে আরেকজন অ্যান্ডি কোল হিসেবে। ক্লাব দলে যে দুর্দান্ত, জাতীয় দলে সাধারণ।

সব কিছুই এখন নিস্টলরয়ের পক্ষে। বয়স, ফর্ম, স্কিল, সহযোদ্ধা- সব। ডাভিডস, সিডর্ফ, ভানডার মেইডা, ভ্যানডার ভার্টদের কাছ থেকে নিয়মিত বলের যোগান পাবেন নিস্টলরয়। বল বাতাসে কিংবা মাটিতে যেখানেই থাকুক, তার পা-মাথা ঠিকই বিপক্ষের জাল খুঁজে নিতে সক্ষম।

সর্বশেষ বিশ্বকাপে ডাচ দল উঠতে পারেনি। এবারও ইউরোর চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে প্লে-অফ খেলে। ০-১ ব্যবধানে প্রথম লেগ হারার পর ৬-০ গোলে দ্বিতীয় লেগে হারিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। সেখানে নিস্টলরয়ের অবদান ৩ গোল। এই ফর্ম চূড়ান্ত পর্বে ধরে রাখতে পারলে ১৯৮৮-র ডাচ শিরোপা জয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এবার পর্তুগালে।

বুলগেরিয়ার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রকম প্রত্যাশাহীন এক টুর্নামেন্ট '৯৪-এর বিশ্বকাপ তাদের কেটেছিলো স্বপ্নের মতো। দখল করেছিলো তৃতীয় স্থান। এবারে প্রথম রাউন্ডের বাধা পেরোনোই তাদের জন্য বড় সফলতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সেল্টিকের মিডফিল্ডার স্টিলিয়াল পেট্রভ, উইঙ্গার মার্টিন পেট্রভ, ফরোয়ার্ড ডিমিটার বেরবাটভ ইউরো ২০০৪-এ ভালো করতে পারে। তবে এদের কারোরই স্টইচকভ হয়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। একজন স্টইচকভের অপেক্ষায় থাকা বুলগেরিয়ান ফুটবলের পুনরুজ্জীবনের জন্য ইউরোতে ভালো ফলাফল জরুরি।

পুল ডি

নেদারল্যান্ডস্

চ্যাম্পিয়ানশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৮৮
তারকা : রুড ভ্যান নিস্টলরয়, প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট, রয় ম্যাকাই, ক্লরেন্স সিডর্ফ, এডগার ডাভিডস্, ইয়াপ স্ট্যাম, ফ্রাঙ্ক ডি বোর
সম্ভাব্য তারকা : রাফায়েল ভ্যান ডার ভার্ট, ওয়েসলি স্নাইডার, অ্যান্ডি ভ্যানডার মেইডা
কোচ : ডিক অ্যাডভোকেট

নিজেদের দিনে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইটালি তাদের সামনে নিতান্তই মাঝারি মানের দলে পরিণত হয়। আবার 'অফ ডে'তে লাটভিয়ার মতো দলও তাদের হারাতে পারে। ফুটবল ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্ররা দলটিকে চিনে ফেলেছেন- নেদারল্যান্ডস্।

সমস্যা হচ্ছে, জিদান যেমন খুব কম দিনই খারাপ খেলেন, নেদারল্যান্ডসও তেমনি খুব কম ম্যাচকেই 'নিজেদের দিন' করে নিতে পারে। আর সে কারণে এতো সমৃদ্ধ ফুটবল ইতিহাস এবং ক্রুয়েফ, গুলিত, বাস্তেন, বার্গক্যাম্পের খেলোয়াড় থাকার পরও ১৯৮৮-র ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া তাদের ট্রফিকেস শূন্য। এই শূন্যতা একটু ভরাট করার প্রত্যাশায় পর্তুগালে গেছে ডাচরা।

বিগ টুর্নামেন্টে বরাবরই 'নার্ভাস স্টার্টার' ডাচরা। এবার আর সে সুযোগ নেই। জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র ও লাটভিয়ার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে পুল 'ডি'। এই পুল থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে শুরু থেকেই ফিফথ্ গিয়ারে চালাতে হবে ডাচ ইঞ্জিন।

ডাচ্ গোলবারের নিচে দাঁড়াবেন বহুদিনের বিশ্বস্ত এডউইন ভ্যান ডার সার। বয়স বাড়লেও রিফ্লেক্স খুব একটা কমেনি তার। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে ফ্রাঙ্ক ডি বোর ও ইয়াপ স্ট্যাপ রুখতে পারেন যেকোনো ফরোয়ার্ডকে। মাটি, বাতাস সব জায়গায় তারা দুর্দম্য। দুই সাইড ব্যাক হিসেবে মাইকেল রাইজেগার, জিওভান্নি ভ্যান ব্রংকোস্ট, ফিলিপ কোকু, আন্দ্রে ওইজার- যে কাউকে খেলানো হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দু'জনের সম্ভাবনাই বেশি। এদের সামনে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলবেন এডগার ডাভিডস্। 'মার মার কাট্ কাট্' খেলায় যার জুড়ি মেলা ভার। বার্সিলোনায় মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে যোগ দিয়ে খেলেছেন স্বপ্নের মতো। এদের সমন্বয়ে গড়া ডিফেন্স নিয়ে তাই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

আতঙ্কিত হবে বিপক্ষের ডিফেন্ডাররা। ডাচদের মিডফিল্ড ও ফরোয়ার্ড লাইনআপ দেখে। ক্লরেন্স সিডর্ফ, রাফায়েল ভ্যান ডার ভার্ট, এন্ডি ভ্যান ডার মেইডা-ই সম্ভবত স্টার্টিং ইলেভেনে খেলবেন। সিডর্ফের অভিজ্ঞতা, ভ্যান ডার মেইডার পরিশ্রম এবং ভ্যান ডার ভার্টের বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সমন্বয় ডাচদের মিডফিল্ডে সব সময় প্রাণ ছড়াবে। ফরোয়ার্ড হিসেবে জুটি বাঁধবেন ম্যান ইউ'র রুড ভ্যান নিস্টলরয় ও বায়ার্ন মিউনিখের রয় ম্যাকাই। ইউরোপের সেরা ৭ জন স্ট্রাইকারের মধ্যে এ দুটো নাম থাকবেই। যে কোনো ছোট্ট সুযোগেও বল বিপক্ষের জালে পাঠাতে এরা সিদ্ধহস্ত।

ডাচদের মূল ভরসা এই খেলোয়াড়রাই, তাদের ইনডিভিজ্যুয়াল স্কিল। প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট, মার্ক ওভারমার্স, পিয়েরে ভ্যান হুইডংক, জিমি ফ্লয়েড হ্যাসেলব্যাংক, জেনডেন, ওয়েসলি স্নাইডার, মার্ক ভ্যান বোমেলের মতো খেলোয়াড়দের দলে পেলে এমনকি জার্মানিও বর্তে যেতো। অথচ এরা বসে থাকবে ডাচদের সাইড বেঞ্চে। এটাই ডাচদের শক্তি। আবার এটাই দুর্বলতা। এতো তারকাকে কোচ কিভাবে 'হ্যান্ডেল' করবেন, তার ওপরই ক্রুয়েফ, বাস্তেনের দেশের সাফল্য নির্ভর করবে।

চেক রিপাবলিক

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৭৬
তারকা : পাভেল নেদভেদ, ক্যারেল প্রোবেস্কি
সম্ভাব্য তারকা : থমাস রচেস্কি, মিলান বারোস
কোচ : ক্যারেল ব্রুকনার

শিরোপা জয়ের জন্য এবারও তারা ফেবারিট নয়। যেমন ছিলো না ১৯৭৬ কিংবা '৯৬ সালে। '৭৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হবার ২০ বছর পর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও উঠেছিল তারা। এবারের দলটির ক্ষমতা আছে সেরকম কিছু করার।

তবে সে জন্য প্রথমে তাদের পেরোতে হবে পুল পর্যায়ের বাধা। প্রতি পুলের শীর্ষস্থানীয় দু'টি দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে। পুল 'ডি'-তে চেক রিপাবলিকের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও লাটভিয়া। শেষোক্ত দেশটি হিসাবে আনার দরকার নেই। তবুও নেদারল্যান্ডস্ ও জার্মানির মতো যেকোনো একটি হেভিওয়েট দলকে ছিটকে ফেলে কেয়ার্টারে উঠতে হবে চেকদের। আমাদের বাজি জার্মানির বিপক্ষে।

কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই চেকরা জানাচ্ছিলো যে তারা আসছে। নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রিয়ার মতো দলকে হটিয়ে দখল করেছে গ্রুপের শীর্ষস্থান। হারেনি একটি ম্যাচও। ৮ ম্যাচে ড্র মাত্র একটিতে। নেদারল্যান্ডসের টোটাল ফুটবলকে হারিয়েছে ৩-১ গোলের ব্যবধানে। চেকদের সমীহ না করে উপায় নেই।

চেকদের মূল ভরসা দুই সাইডের দুই মিডিফিল্ডার। লেফট্ মিডফিল্ডে পাভেল নেদভেদ তার পজিশনে বিশ্বসেরা এতে ন্যূনতম সন্দেহ নেই। ড্রিবলিং, পাসিং এবং স্পট কিকে দক্ষতা তাকে চেকদের সেরা তারকায় পরিণত করেছে। আসর শেষে পরিগণিত হতে পারেন ইউরোপসেরা হিসেবেও। রাইট মিডফিল্ডে ক্যারেল প্রোবোস্কি তার অভিজ্ঞতার সর্বশেষ বিন্দু ঢেলে দেবেন এ আসরে। ফরোয়ার্ড লাইনে লিভারপুলের মিলান বারোসের পা এবং বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জ্যান কোলারের হেডের ওপর নির্ভর করবে চেকরা।

পুলের অন্য তিন প্রতিপক্ষের মধ্যে নেদারল্যান্ডস্ আনপ্রেডিক্টেবল। কোন দিন কেমন খেলেন বলা যায় না। জার্মানি আপাতত খারাপ ফর্মে থাকলেও বড় আসরে ঠিকই গর্জে ওঠে। লাটভিয়ার সঙ্গে খেলাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পুল পর্ব শেষে গোল পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। চেকদের তাই প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি ম্যাচই তাদের জন্য ফাইনাল। এ মানসিকতা নিয়ে খেললে বর্তমান চেক দল বহুদূর যাবার ক্ষমতা রাখে।

জার্মানি

চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা সাফল্য : চ্যাম্পিয়ন ১৯৭২, ১৯৮০, ১৯৯৬
তারকা : অলিভার কান, মাইকেল বালাক
সম্ভাব্য তারকা : বানার্ড স্লাইডার, কেভিন কুরানি
কোচ : রুডি ভয়েলার

'আন্ডার অ্যাচিভার' হিসেবে বিশ্ব ফুটবলে দুর্নাম রয়েছে হল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগালের। তাদের খেলোয়াড়দের দক্ষতা অনুযায়ী সাফল্য পায়নি তারা। একইভাবে ফুটবল বিশ্বে 'ওভার অ্যাচিভার' একটি দেশও রয়েছে- জার্মানি (সাবেক পশ্চিম জার্মানি)। এই বিশেষণের কথা মনে রেখে কোনো টুর্নামেন্টের আগে একেবারে বাতিলের খাতায় ফেলা যায় না জার্মানিকে।

অথচ পারফরমেন্স কিন্তু তাই বলে। যে রুমানিয়া ইউরোতে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি, তাদের কাছেই কিনা ১-৫ গোলের পরাজয়। অবিশ্বাস্য! তাই যতোই তারা জার্মান মেশিন হোক না কেন, পুলে 'ডি' থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস্ ও চেক রিপাবলিকই ফেবারিট।

পাভেল নেদভেদ

জন্ম : ৩০-০৮-১৯৭২
বর্তমান ক্লাব : জুভেন্টাস
প্রাক্তন ক্লাব : এসি ডুকলা প্রাগ, স্পার্টা প্রাগ, ল্যাজিও
পজিশন : লেফট্ মিডফিল্ড

'চেক ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' এই পুরস্কারটা নিজের করে নিয়েছেন পাভেল নেদভেদ। চারবার জিতেছেন এই পুরস্কার। ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ শেষে যদি 'ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট'-এর পুরস্কারটি নেদভেদ পান, তাহলে ফুটবলপ্রেমীরা খুব একটা অবাক হবে না।

অবাক না হবার কারণ আছে। কারণটা আর কিছু না- নেদভেদের ধারাবাহিকতা। গত ৩-৪ মৌসুম ধরে তিনি যেভাবে ধারাবাহিক ভালো খেলছেন, তাতে ইউরোতে তার ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর সে ক্ষেত্রে চেকদেরও ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

সোনালি চুলের এই চেক খেলেন লেফট্ মিডফিল্ড পজিশনে। প্রয়োজনে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবেও খেলেন। গতি, বডিডজ, নিখুঁত ক্রস এবং ফ্রি-কিক্ কর্নারে দক্ষতা নেদভেদকে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে।

ক্লাব পর্যায়ে তার সাফল্য ঈর্ষণীয়। বর্তমান ক্লাব জুভেন্টাস তাকে এনেছিল জিদানের বিকল্প হিসেবে। নেদভেদের পারফরমেন্স জুভ সমর্থকদের জিদানের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে।

জাতীয় দলেও তিনি বজায় রেখেছেন ভালো খেলার ধারাবাহিকতা। ইউরোর কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তার দল ডাচদের টপকে দখল করেছে গ্রুপের শীর্ষস্থান। চূড়ান্ত পর্বেও ডাচরা তাদের পুলে। সঙ্গে রয়েছে জার্মানরা। এ গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে শুরু থেকেই কান্ডারির ভূমিকা নিতে হবে পাভেল নেদভেদকে।

জার্মানি নয়।

জার্মানি সেই চিরাচরিত ৪-৪-২ ফর্মেশনেই খেলবে। প্রয়োজনে সেটা ৪-৫-১-এ রূপান্তরিত হতে পারে। গোলবারের নিচে রয়েছেন গত বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় অলিভার কান। তবে তারও 'বার্থেজ রোগ' আছে। মাঝে মাঝেই 'বাটারস্ ফিঙ্গারস্' হয়ে যায় কানের বিশ্বস্ত হাতজোড়া। যেমন হয়েছিল বিশ্বকাপ ফাইনালে কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স লীগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বারের নিচে এখনো কানকে পরাস্ত করা খুব সহজ নয়। জার্মানীর নিউক্লিয়াস সেই মাইকেল বালাক। তিনি যদি বিশ্বকাপের মতো পারফর্ম করতে পারেন, তাহলেই কেবল জার্মানির সুযোগ আছে। নতুবা কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই ছিটকে পড়তে হবে। কেভিন কুরানি, ফ্রেডি ববিচ, মিরোস্লাভ ক্লোসার স্কোরিং অ্যাবিলিটি সে ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না।

এই যে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই জার্মানিকে বাতিলের খাতায় ফেলছি, বাদ দিয়ে দিচ্ছি প্রথম রাউন্ডেই- এটা ভুলও হতে পারে। বছরের পর বছর ফুটবলবোদ্ধারা এই ভুলটিই করেছেন। জার্মানির ইস্পাত কঠিন মানসিকতার কাছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রেডিকশন ভুল প্রমাণিত হয়ে শেষ বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি হলেও খুব অবাক হবার কিছু থাকবে না। এ জন্যই তো তারা জার্মানি। এ জন্যই তো তারা ব্রাজিলের পর বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম দল।

লাটভিয়া

এবারই চ্যাম্পিয়নশিপে ডেব্যু
কোচ : আলেকসান্দ্রাস স্টারকভস্

এবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের সবচেয়ে চমক জাগানিয়া নাম। তবে এ পর্যন্তই। নেদারল্যান্ডস্, জার্মানি ও চেক রিপাবলিকের সঙ্গে তাদের অবস্থান পুল 'ডি'তে। যে কোনো দলের বিপক্ষে একটি ড্র তাদের জন্য বেশ ভালো রেজাল্ট।

লাটভিয়া যে ইউরোতে খেলবে, এটা বোধহয় তাদের খেলোয়াড়দেরও চিন্তার বাইরে ছিল। ২০০২ বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তাদের অবস্থান ছিল ক্রোয়েশিয়া, বেলজিয়াম ও স্কটল্যান্ডের পর। এমনকি সান মারিনোর মতো দলের বিপক্ষেও হেরেছিল তারা। এবারের ইউরোপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে সুইডেনের পেছনে থেকে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে। কিন্তু হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের মতো 'ঐতিহ্যগত অভিজাত' ফুটবল শক্তিকে পেছনে ফেলেছে। তবুও প্লে-অফে যখন তাদের ড্র পড়ে তুরস্কের বিপক্ষে, তখনো বোদ্ধাদের রায় লাটভিয়ার বিপক্ষেই ছিল। কিন্তু আরো একবার তাদের ভুল প্রমাণ করে লাটভিয়া চূড়ান্ত পর্বে।

লাটভিয়ার এই সাফল্যের মূল রহস্য তাদের শক্তিশালী ডিফেন্স। কাউন্টার অ্যাটাকের ফুটবলে লাটভিয়ার শক্তি নিহিত। বাছাইপর্বের ১০ ম্যাচের ৬টিই তারা ক্লিনশিট রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মূল কৃতিত্ব গোলরক্ষক আলেকজান্ডার কোলিনকোর।

প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে খেলছে লাটভিয়া। কোনো প্রত্যাশা নেই তাদের ওপর। চমক যদি দেখাতে পারে, সেটা হবে বাড়তি পাওয়া লাটভিয়ানদের জন্য। বিশুদ্ধ ফুটবলপ্রেমীদের জন্যও।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০০৪-এর ফিকশচার

প্র থ ম রা উ ন্ড

তারিখ	ম্যাচ	পুল	ভেন্যু
১২ জুন	পর্তুগাল বনাম গ্রিস	এ	পোর্তো
১২ জুন	স্পেন বনাম রাশিয়া	এ	ফারো
১৩ জুন	সুইজারল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া	বি	লেইরিয়া
১৩ জুন	ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড	বি	লিসবন
১৪ জুন	ডেনমার্ক বনাম ইটালি	সি	গুইমারায়েস
১৪ জুন	সুইডেন বনাম বুলগেরিয়া	সি	লিসবন
১৫ জুন	চেক রিপাবলিক বনাম লাটভিয়া	ডি	এভেইরো
১৫ জুন	জার্মানি বনাম নেদারল্যান্ডস	ডি	পোর্তো
১৬ জুন	গ্রিস বনাম স্পেন	এ	পোর্তো
১৬ জুন	রাশিয়া বনাম পর্তুগাল	এ	লিসবন
১৭ জুন	ইংল্যান্ড বনাম সুইজারল্যান্ড	বি	কোইমব্রা
১৭ জুন	ক্রোয়েশিয়া বনাম ফ্রান্স	বি	লেইরিয়া
১৮ জুন	বুলগেরিয়া বনাম ডেনমার্ক	সি	ব্রাগা
১৮ জুন	ইটালি বনাম সুইডেন	সি	পোর্তো
১৯ জুন	লাটভিয়া বনাম জার্মানি	ডি	পোর্তো
১৯ জুন	নেদারল্যান্ডস্ বনাম চেক রিপাবলিক	ডি	এভেইরো
২০ জুন	স্পেন বনাম পর্তুগাল	এ	লিসবন
২০ জুন	রাশিয়া বনাম গ্রিস	এ	ফারো
২১ জুন	ক্রোয়েশিয়া বনাম ইংল্যান্ড	বি	লিসবন
২১ জুন	সুইজারল্যান্ড বনাম ফ্রান্স	বি	কোইমব্রা
২২ জুন	ইটালি বনাম বুলগেরিয়া	সি	গুইমারায়েস
২২ জুন	ডেনমার্ক বনাম সুইডেন	সি	পোর্তো
২৩ জুন	নেদারল্যান্ডস্ বনাম লাটভিয়া	ডি	ব্রাগা
২৩ জুন	জার্মানি বনাম চেক রিপাবলিক	ডি	লিসবন

প্রতি পুলের শীর্ষস্থানীয় দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে

কো য়া র্টা র ফা ই না ল

২৪ জুন	পুল 'এ' ১ বনাম পুল 'বি' ২	লিসবন
২৫ জুন	পুল 'বি' ১ বনাম পুল 'এ' ২	লিসবন
২৬ জুন	পুল 'সি' ১ বনাম পুল 'ডি' ২	ফারো
২৭ জুন	পুল 'ডি' ১ বনাম পুল 'সি' ২	পোর্তো

সে মি ফা ই না ল

৩০ জুন	বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল ১ বনাম বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল ৩ লিসবন
১ জুলাই	বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল ২ বনাম বিজয়ী কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ পোর্তো

ফা ই না ল

৪ জুলাই	বিজয়ী সেমি ফাইনাল ১ বনাম বিজয়ী সেমি ফাইনাল ২ লিসবন

এ সপ্তাহের ক্রীড়াঙ্গন

বাংলাদেশের সাহসী ড্র

এর আগে দু'টি মাত্র টেস্টে ড্র করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। তবে সেগুলো ছিল বৃষ্টির আশীর্বাদ। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ যে ড্র করেছে, সেটা কারো আশীর্বাদপ্রাপ্ত নয়, বরং খেলোয়াড়রা নিজেদের যোগ্যতায় ম্যাচটি ড্র করতে সক্ষম হয়েছে।

টেস্টটি আর ১০টি টেস্টের মতো শুধু ড্র-এর টেস্ট নয়, এই টেস্ট থেকে বাংলাদেশের অর্জন ব্যাপক। এই টেস্টেই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো অধিনায়ক ইনিংস ঘোষণা করেন। পুরো ৫ দিন খেলা, খেলে ড্র এগুলোও ছিল প্রথমবারের মতো। দলগত সর্বোচ্চ রান ইনিংসে (৪১৬) ও দুই ইনিংসে (৬৮৭), সর্বোচ্চ লিড (৩৩৫), অষ্টম ও নবম উইকেট জুটিতে নতুন রেকর্ড (৮৭ ও ৭৪ রান), দুই ইনিংস মিলিয়ে সর্বোচ্চ ওভার খেলা (২৪০.২), প্রথমবারের মতো এক ইনিংসে দু'জন (হাবিবুল ও রফিক) এবং এক টেস্টে ৩ জন সেঞ্চুরিয়ান (হাবিবুল, রফিক, খালেদ মাসুদ)- এ সবই ছিল সেন্ট লুসিয়া টেস্টের প্রাপ্তি। এসব অর্জন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন পথচলা- এমন আশাবাদ ক্রিকেটামোদীদের।

'ক্ল্যাশ বিটুইন টু টাইটান'-এ ব্রাজিল জয়ী

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা খেলার অর্থ ফুটবলপ্রেমী মাত্রই বোঝেন। আর এ দু'দেশের খেলোয়াড়রা তো বোঝেনই। তাদের কাছে এটা যুদ্ধেরই নামান্তর। সর্বশেষ এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে ব্রাজিল। খেলা ছিল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের। দু'দলের জন্য পয়েন্ট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল সম্মান। এই সম্মানের যুদ্ধে হারতে চায়নি কেউ। শুরু থেকেই খেলাটা তাই ছিল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের। শুরুটা করেছিল আর্জেন্টিনাই। ভেরন, আইমার, রিকুয়েলসের মতো খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও খেলায় আধিপত্য ছিল আর্জেন্টাইনদের। কিন্তু ম্যাচের ১৬তম মিনিটে ধারার বিপরীতে গোল খায় তারা। ডি-বক্সে রোনাল্ডোকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। সেটা থেকে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে নিয়ে যায় রোনাল্ডো। এর পর পুরো প্রথমার্ধ মাঠে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেও গোল পায়নি আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলিয়ানরা রোনালদিনহোর অভাব এ সময় অনুভব করেছে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল আবির্ভূত হয় ভিন্নরূপে। আক্রমণাত্মক ফুটবলের চমৎকার প্রদর্শনী করে তারা। আবারও পেনাল্টি আদায় করে নেন রোনাল্ডো। একক কৃতিত্বে দু'জনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়লে তাকে ফাউল করতে বাধ্য হয় আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার। ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল।

৭৯ মিনিটে সোরিনের দেয়া গোলে ম্যাচে ফিরলেও ইনজুরি টাইমে রোনাল্ডো আবার ৩-১ গোলে এগিয়ে নেন ব্রাজিলকে। এবারের গোলটিও পেনাল্টি থেকে প্রাপ্ত। তবে এতে যতটা ভূমিকা ছিল ডিফেন্ডারের, তার চেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল রেফারির। রোনাল্ডোর 'ডাইভ' ধরতে না পারলে তিনি বাজান পেনাল্টির বাঁশি। মনে হলো যেন রোনাল্ডোর 'পেনাল্টি হ্যাটট্রিক' করানোর জন্যই রেফারির ওই বাঁশি। তাকে কিংবা বিশ্বের লাখো-কোটি ভক্তকে নিরাশা করেননি রোনাল্ডো। 'পেনাল্টি হ্যাটট্রিক' পূর্ণ করেন তিনি। বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের মাত্র এক-চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে। এখনো দলগুলোকে পাড়ি দিতে হবে বহুদূর। তবুও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে পাওয়া এই জয় ব্রাজিলের আগামী খেলাগুলোতে নিশ্চিতভাবে আত্মবিশ্বাস যোগাবে।

শাহেদ কামাল